দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/7/80
পৃষ্ঠা...

মাদ্রাসাগুলোতে বৃত্তি শিক্ষা দেয়া হবে : প্রধানমন্ত্রী

সরকার প্রতিটি জেলায় কিছু কিছু মাদ্রাসাকে সম্মিলিত শিক্ষার মাদ্রাসায় (কমিউনিটি মাদ্রাসা) রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এসব মাদ্রাসায় ধর্মীয় ও বৃত্তিমূলক দু ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বুধবার ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক বিশেষ সম্মেলনে একথা ঘোষণা করেন।

বাসসর খবরে বলা হয়, দেশের তিন হাজার ৬শ মাদ্রাসা থেকে অধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট ও শিক্ষকগণ এতে অংশ নেন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি (জমিয়ত উল মোদাররেসিন) আয়োজিত এ বিশেষ

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(প্রথম পৃঃ পর)

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদ সদস্য ও সংগঠনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন ও শিক্ষা সচিব নার পুরী।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে শাহ আজিজ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি জানান, বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্যে প্রতিটি জেলায় একটি করে আলিয়া মাদ্রাসা ও প্রতিটি মহকুমায় দুটি করে কামিল মাদ্রাসা স্থাপিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে প্রয়োজন তার চাহিদা মিটানোর উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, পল্লী অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য ফোরকানিয়া মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এ বছর বাজেটে বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোর জন্যে চার কোটি ৫১ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের দুটি সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার জন্যে সরকার প্রতি বছর ৭৯ লাখ টাকা ব্যয় করছেন। প্রতি জেলায় একটি করে সরকারী আলীয়া মাদ্রাসা স্থাপিত হলে ওই ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাবে।

এ ছাড়া চলতি অর্থ বছরে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজের জন্যে তিন কোটি ৯০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। এবং ঢাকায় একটি ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনে আরো এক কোটি টাকা ব্যয় হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীতে বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোতে সরকারী মঞ্জুরী নির্ভর করবে তাদের বয়স্ক শিক্ষা অভিযান কর্মকান্ডের ওপর।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী

সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন বলেন, সরকারের পরিবার পরিকল্পনা ও জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে আলেম সমাজের মতামতের প্রতিফলন থাকবে।

তিনি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমদের সুপারিশ রাখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার পরিকল্পনা কোন বিতর্কিত বিষয় নয়।